সুকান্ত ঘোষ

মেয়েটি জানে না নাচের নাম কথাকলি

একটা তীর কখনও ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে
অচেনা কারও হাতছানি যখন ভারতনাট্যম মনে করায়
আমার তখন দেশের কথা মনে পড়ে না
মেয়েকে বেলুন কিনে দিচ্ছে বাবা
হৃদয়ের মত, অন্তত হৃদয়ের প্রচলিত চিহ্নের মত
মেয়েটি তার সাথে বেড়ালও চাইছে
প্রকৃত বেড়াল কিন্তু এতটা মসৃণ নয় শুনে
ওরা হাসতে হাসতে চলে গেল

ফেরার সময় দেখি মেয়েটার হাত থেকে
হৃদয় উড়ে যাচ্ছে
সরে যাচ্ছে হৃদয়, উঠে যাচ্ছে একরাশ লোহার জঞ্জালের দিকে
আমার অসংখ্যবার এইখানে উপরে তাকানো হয় নি
তীর কখনও কৃত্রিম ব্যস্ততা আনে
বাবা তাকিয়ে আছে – মেয়েটি প্রথম ধরে রাখা শিখল

তোমার হাতছানি কি ইঙ্গিতময় কাঁচের ওপারে?
কাঁচ শুষে নেয় তরঙ্গ
কথা বলতে পারছি না – আমরা উপগ্রহের সাহায্য নিচ্ছি
উপগ্রহ কিভাবে স্থির থাকে জানে বলে
মেয়েটির বাবা মিটিমিটি হাসছে
আমি ঈষত ম্লান, আমাদের উভয়ের অভিজ্ঞতা জানে
তীব্র আকর্ষণ থেকে আলোরও মুক্তি নেই

মেয়েটি জানে না নাচের নাম কথাকলি
মেয়েটি জানে না নাচের নাম কত্থক
মেয়েটির বাবা জানে তীরই ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে
বেলুনের গায়ে আঁকলে
আমরা দুজনেই হাতছানির অপেক্ষা করি
কেউবা গোপন ইঙ্গিতের

ফেরা

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে ফিরে যাব কি
জানতে চাইনি কোথায়
গন্তব্য নির্দিষ্ট থাকলে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়
তুমি তা জানতে
আমার কাছে এখন তাই অনন্ত বিকল্প
এক সম্ভাবনায় সকালে ছুটতে বেরোই
আবার সবুজ হয়ে ওঠা সামনের রাস্তায়
তুমি তখন ব্যপ্তি ছোট করে এক বিশেষ সমাধান খোঁজ
যেখানে রাস্তা নেই, সবুজ নেই
কৃত্রিম নীল জলের পাশ দিয়ে ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে
দরজায় বেল বাজাবে
কাদের যেন টেনিস খেলার সময় তখন

ভাবা যাক তোমার পৃথিবী বনাম আমার
আমি নিশ্চিত গুগুল সার্চ করলে একটা তালিকা পেয়ে যাব
কতক ভিডিও, তুলনামূলক তথ্য বা আমাদেরই মতনই
কারো তৈরী ছবি সহ যুক্তির প্যাকেজ

তুমি জানো তো নিশ্চিত
আমি ঠিক আমাদেরই মত?
কিছু ভুল অনুসিদ্ধান্ত হাজার বছর ঘুরে ফেরে
যতদিন না কেউ আবার তলিয়ে দেখে
অনুমানগুলি আদপেই ঠিক ছিল কিনা

আমি অনুমান করছি তুমি জানো না কি চাও
তুমি অনুমান করেছ আমি তা জানি
ভাবো একবার, আমাদের কাছে থাকবে অসংখ্য বিকল্প

যতদিন না আমরা নিশ্চিত হতে পারছি

উভয় পৃথিবীতেই টেনিস খেলা যায়
আমরা একসাথে খেলতেই পারি
তোমার গড়া নিয়মে

এক সম্ভাবনায় আমি ফিরে আসছি সবুজ রাস্তা ধরে
তুমি বলছ ওটা সাদা রাস্তা ছিল
তখন আমাদের উভয়ের পৃথিবীই এক
এক সম্ভাবনায় তুমি বরফে হাঁটছ
সঠিক পিচ্ছিলতা অনুমান করে

একটা ছুরির কথা

তুমি ঘাতক ছুরি বের কর
তুমি খোলা জানালা দিয়ে দেখ
গাছেদের প্রসব যন্ত্রণা
ডট্ ডট্ ডট্ ডট্
পতঙ্গ কিংবা পাখি কিংবা মুখরতা
তুমি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নামার স্বপ্ন দেখ
আমি কারুকাজ দেখি
দিবস রজনী সখা হে
বাজতে থাকে তোমার ছুরির দিকে চেয়ে
একদিন তুমি ইস্পাত চিনে যাবে
ধারালো কারুকাজে পান লাগানো
দেখবে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে
একজন ছবি বিশ্বাস নেমে আসছে
একটা জলসাঘরে সোনালী চুলের পয়সা কুড়ানো
অঙ্ক জানা তুমি সম্পর্ক খুঁজবে
ভাবনা কাহারে বলে সখি যাতনা ...
ডট্ ডট্ ডট্ ডট্
কিছুতেই মিথ্যে ধরার যন্ত্র উদ্ভাবকের
নামটা মনে পড়ছে না
অথচ খোলা জানালায় দেখছি
ওগুলো সাজানো রয়েছে সার সার
ছুরির গল্পের পরের অংশটা
ওরা জানতে চাইবে না
যেখানে ঘাতকের সাথে
গাছের যন্ত্রণার একটা গভীর সম্পর্ক ছিল
তুমি অংক মিলিয়ে ফেলবে এবং
নিজের ভিতর লুকাবে কারুকাজ

পৃথককরণ

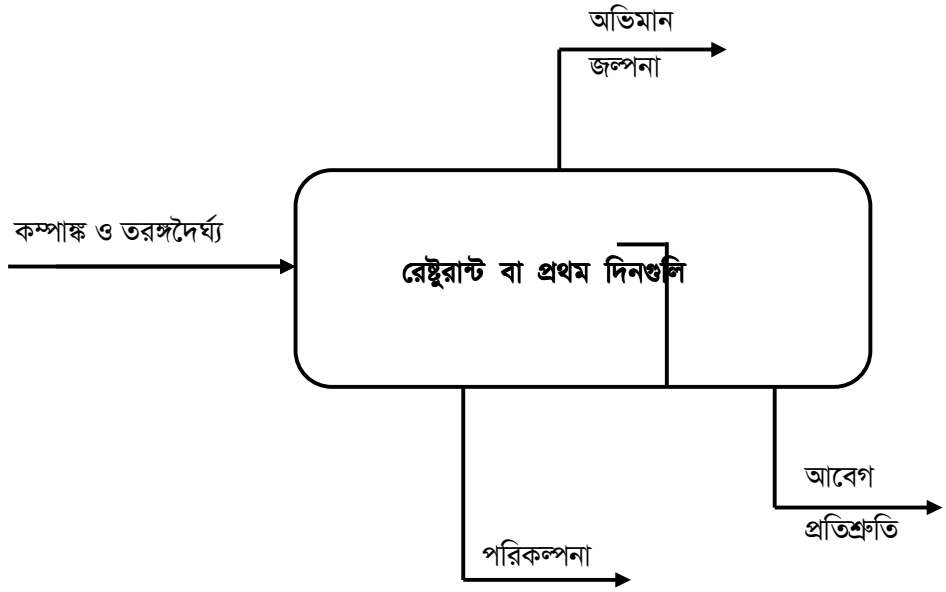

ঝুঁকি = সম্ভাবনা × পরিণতি

আমি ওর সাথে হয়ত সন্ধ্যা ছটায় দেখা করতে পারব না

সম্ভাবনা = ৫; পরিণতি = ২

অতএব, ঝুঁকি = ৫ × ২ = ১০

আগামী বর্ষায় দামোদর উচ্ছসিত হতে পারে তাদের গৃহকোণে

সম্ভাবনা = ২; পরিণতি = ৫

ঝুঁকি = ২ × ৫ = ১০

এই দুই ১০- এর পার্থক্য থেকেই আপেক্ষিকতার জন্ম

অচিন পাখি কাঠের খাঁচায় আর ডাকে না

একটা বারান্দা অন্তহীন গেছে ধারণার মধ্যবর্তী

প্রতিশ্রুতির বিপরীতে পরিকল্পনা নয়

কিছু ফল ও পালিত পশুর অভ্যাস খেলা করে

অভ্যাসবশতঃই অনেক সম্ভাবনা

পরিণতির সাথে গাণিতিক দূরত্ব রক্ষায় তৎপর

আমার প্রথম দিনগুলি প্রসারী আলোছায়া ঢেকে

গণনালব্ধ ঝুঁকিতে দেখতে পায় অভিমান

প্রচলিত সময়ের এককে ক্ষণস্থায়ী - বিবর্তনের হাতিয়ার

প্রাচীন চোখও জেনো স্নেহ হারায়

মহুয়া অভ্যাসাধীন রঙীন বাজপাখি দল

সাদা উর্দিকে ককটেল ফরমাশ জমালে

সেও এক সাক্ষ্য বহন করে

ক্রমশঃ মোছার উত্তর ও দক্ষিণের সেই নষ্টালজিক সীমারেখা

এমন সময়েই পৃথককরণ কোন গবেষণার বিষয়বস্তুতে

পর্যবসিত হয়ে, অভিমান, আবেগ ও প্রতিশ্রুতির

আরব্যরজনীর প্রভাত অপেক্ষা

কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পারস্পরিক মিথোজীবিতা জ্ঞাপন

একটি গথিক রেসিপি

As he told me, “You don’t have to have too many elements in a film, but whatever you do, must be at right elements, the expressive elements.” A simple-sounding advice which nevertheless touched on one of the fundamentals of art, which is economy of expression.

পরিমাণ - চারজনের বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়

টেবিল - উপযুক্ত কাঠের, ফ্যাশন বিবর্জিত

বক্তব্য - প্রাধান্য, নিজস্বতা একান্ত কাম্য

অন্যান্য আনুসঙ্গীক

সময়সীমা - ঘড়ি পরা আর কেতাদুরস্ত নয়

এখন অনেকেই কথা রাখে

অন্ততঃ রাখা সহজ হয় প্রযুক্ত ‘না’ ভাসালে

আবার সময়ের এককও হতে পারে অপ্রতুলের সন্ধান

আমরা পরস্পরকে চিনে নিই একান্তে

শব্দসন্ধান এখনও কারো কারো নির্মম অবসর

ডি- কন্সট্রাকশন প্রকৃত অর্থেই ভেঙে ফেলা

মনে হয় যদি না প্রতিভা মিশে থাকে

প্রতিভা - এককবিহীন, আপেক্ষিক, অপরিমাপযোগ্য, তৃপ্ত স্তন্যপায়ীদের ধারণা মাত্র

অমিত প্রতিভাশালী তাহলে কারা?

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবের স্তাবকতা, হীনমন্য সম্ভাষণ

আমার আর মৃদু আলো, আলাপন ভালো লাগছে না

তুমি কৃত্রিমতা একসাথে খুলে ফেল

উল্কি পিঠে ছুঁয়ে থাক নিওন বাতি

ওই শরীর বক্তব্য প্রধান

ঘড়িবিহীন নিজেদের ইতিহাস খুঁজতে দেয়

সেই চিঠিগুলি

Thank you for your letter. Because of the large volume of mail I receive, I am unable to write personal responses. Nevertheless, know that I read and save every letter, with the hope of one day being able to give each the proper response it deserves.

Until that day,

Most sincerely,

আমার সযতন চিঠিগুলিতে কোথাও ‘হৃদয়’ নেই, পৃথক ‘মন’

প্রত্যাশা নির্ভর এক অবচেতনের জন্ম লালন করি

আসলে কোন প্রশ্নেরই ব্যক্তিগত উত্তর হয় না -

কিন্তু প্রশ্ন প্রায়শই ব্যক্তিকেন্দ্রিক

আশা করা যাক কোন চিঠি আসবে, উত্তর

আমার সংগ্রহে এও যাতে উল্লেখ থাকবে পরের বার!

কাঙ্খিত চিঠিটি কখনো না পেয়ে ভাবতেই পারি

সেই দিন - প্রত্যেক প্রাপ্তি কিছু নিঃসঙ্গ মুহূর্তের জন্ম দেয়

ছুরির সাথে চিঠির একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে

শোকগাথা বা বর্ষবরণ - পলায়নপর

সকলেই সাথে নেয় কিঞ্চিত লিখিত আশ্বাস

ছবির সাথে অলিখিত পত্রগুলির

মধুর যোগসূত্রে রচিত উপকথা

যৌবনকে দাঁড় করায় সন্ধিক্ষণে, প্রত্যাখ্যত সবাই

সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বাসে সহজে অভ্যস্ত হয়

রঙীন চিঠিরাও সাদা খামে আসে এবং বিপরীত

আমার সচেতন চিঠিগুলির প্রাপক একটাই, সহস্র গ্রাহক

একান্তে মনে করে প্রত্যেক শব্দযুগলে পৃথক গল্প জন্মায়

বাকিরা বিস্ময় খোঁজে একক পার্থিব যাপনে -

নতজানু শব্দটা ক্রমশঃ...

নতজানু শব্দটা ক্রমশঃ প্রাচীন হয়ে যাচ্ছে...

তুমি বুঝি অ্যানথ্রাপলজি অনুসৃত ?

- বইয়ের সেলুলজ গঠন ভেঙে দেয় রোদ

পাতার মৃত ক্লোরফিল

তাহলে সবুজের মাঝেই স্মৃতিভার তোমার ?

- স্পর্শের কোষগুলি বর্ণের অন্ধতা জানাত আমার কাছে

তখনই ভাবতাম সময়ের প্রকৃতই কোন একক নেই

প্রাচীনত্ব তোমাদেরই আরোপিত বিজয়মাধুর্য্য

আরো বিশৃঙ্খল মনে হয় পাশের বিকালে তাদের নিহিত -

তুমি কি ছায়ার কথা বলছ, নাকি স্কুলফেরত ...?

- আমি ওদের ছুঁতে পারি না, সুগন্ধের পরিচলন

আর কিছু বিবর্তিত অস্থির গঠনে

নতজানু শব্দটা ক্রমশঃ...

তুমি কি ইতিহাস ভালোবাস ?

- প্রতিটা মুহূর্তে আমারই সময়ের অপরিহার্য একক

মেরী- গো- রাউণ্ড...তার স্পর্শকোষ... একান্তেই মনে হয়

বাস্তব অন্ধরা নির্ভেজাল ইতিহাস রচনা করে...

মনোবিদ, তুমি কেবলই...

খুব চেনা কেউ আছে কি ?

- হয়তবা, প্রবাহের অপর নামই তো অসীমতা

শিরোনামহীন বিশ্লেষণ কিছু চেনা সূত্রের জন্ম দেয়, কোন প্যাটার্ণ...

তাদের মাঝেই তাহলে ?

- জানিনা, স্বপ্ন থেকে কোন শব্দ উঠে আসে না

স্পর্শ - সুগন্ধী - অনুভব ?

- বিলাসিতা মনে হয় আমার কাঠের টেবিলে

উৎসের কথাও ভেবেছ ?

মোমবাতির দিকে তাকিয়েছি, জানি তো কাঁচেরও প্রতিসারঙ্ক

আসলে তুমি মনোবিদ কেবল পায়রার খোপ দেখাও

আমি শিখি তার আগেরও দানাপানি,

ভাঙা কার্নিশের শব্দবিভঙ্গ -

অর্থাৎ তারা স্বপ্ন নয় ?

- তুমি বুঝে নাও, তোমার মতন করেই

আমার ভাবনা সবই শর্তাধীন ...

মেঘলা আকাশ আড়াল করে গ্রহাণুপুঞ্জের আলো

অফিসবাস দেরীতে এলে আরও একটা ধ্রুবক যোগ হয়

নততলের জ্যামিতিও জানি

তাই ওরা কতদূর - সে কতদূরে মনোবিদ ?

আমার যে ঘুমের মাঝে অনুভব বিলাসিতা মনে হয়...

- খুব চেনা, খুব চেনা, খুখুবববব...

একটু তথ্য দাও না - ওদের ছোঁয়া যাবে কি ?

শূন্যতায় যে ডাক অর্থহীন...

আমার কোন মায়াবী রাত নেই

আমার কোন মায়াবী রাত নেই

সে জানতে চায় - তোমার প্রতিবর্তী ক্রিয়া কেমন ?

- আমি নুড়ি কুড়িয়েছি অনেকবার,

আর - আর, প্রাথমিক কমলালেবু

গভীর রাতে মিল্কি- ওয়ে দেখেছ কি ?

- জানিনা, শুধু গভীরে, খুবই গভীরের আর্দ্রতা
ভাসায় - কারো কাছে সরে আসা, কতেকের দূরে

পাহাড় জন্মাতে দেখে কিছু আহরণী মন

সে জানতে চায় - তুমি কি প্রহরের নাম জানো ?

- আমি তো রাতকে ছুঁই নি কতকাল

যাদের শরীর নেই তারাই কেমন মায়া ছড়ায়

মুগ্ধতা - কাজল কালো দেখেছ কি ?

- জানিনা, সেখান থেকে ফেরে না আলোও
যারা সময়ের শুরু দেখে তারা জানে মায়াবী রাতের কথা

আমি তো শিশিরের আবেশে প্রতিফলনের ছবি আঁকি

নাম যখন প্রকারণ মাত্র

তার প্রতিটা শব্দেই একটা সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত বাক্য

আমার সারাদিন সেই না- বাক্যের রাশিবিজ্ঞান নিয়ে খেলা

কোন বিদ্ধ ক্রুশের ভালোবাসা নয় বা

নৈতিক প্রলোভনে ভারী মোমবাতি শিখা -

- তুমি কি সেই বিশ্বাসের কথাই...

প্রগাঢ় সন্ধ্যায় মেশে সম্ভাবনা, কিছু সূত্রলেখা

ধ্রুবক নিয়ন্ত্রিত তাদেরই আকর্ষণ - সরে যাওয়া

আমার সকল মস্তিষ্ক কোষের রাশিবিজ্ঞানে, বিলাসিতা, অবগাহনে

তারই আগমন ক্রমশঃ একক হয়ে আসে

- স্মৃতি অথচ বিস্মৃতির দোদুল্য ভারসাম্যহীনতার ?

হয়তবা, বিশ্লেষণে অপরাঙ্গম নিউরোণও তখন

মধ্যস্থ তরলের স্থিতি কামনায়

গভীর আঁধারে আলোর উৎস খোঁজে

- অন্ধকারের জন্ম তাহলে কোথায় ?

দেবপুরুষ তার উত্তর জানতে ইচ্ছা করেন নি ।

আমার হতাশার ব্যখ্যায় বিমুর্ত কিছু শাহজাহান

সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ডে নাম প্রকারণ মাত্র, সময়ও -

সৌন্দর্য্য প্রত্যাশীদেরই নাগালে শুধু বিষের প্রকৃতি...

আমার একটা প্রিয় গান

ফুলওয়ালার ভ্যান গাড়ির তখনো পার্কিং- এ নেই

ওর মালকিন যে সিগারেট খায়

পাপড়িতে তার ছোঁয়া বুঝে নিতে

শনিবার সকালে ফুলের দোকান ভালোবাসি

যেখানে আমার একটা প্রিয় গান সবুজ বৃন্তোপরি জড়ানো

লাইনে দাঁড়ানো ছায়াহীন ঘুম চোখ জানে না

আমার প্রাথমিক রঙের ফুলদানির সংখ্যা সীমিত

তাই সন্তর্পণে জরিপ করে নেয়

কাগজে জড়ানো কিছু লতানো বিন্যাস

অন্ধকার কেবলই গতানুগতিক বিশ্রাম মাত্র

ভোরের বেলা তাই সে ফুলের কাছে -

কানের ভিতর প্রিয় গান

নিয়তই চেনা হাসি দ্যাখে সর্পিলতায়

কাঠের টেবিলে কুকুরটার আবিষ্ট ঠোঁট

কোনদিনই মিথ্যা কুশল জিজ্ঞাসা করে না

আমার প্রিয় গানে অন্য কুকুরগুলি

সকালেই হেঁটে যায়